সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

22-September-2016

মক্কা ও মদীনার বরকত সমূহ

(BANGLA)

মক্কা ও মদীনার বরকত সমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন বৃহস্পতিবারের দিন আসে, **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন, যাদের নিকট রূপার কাগজ এবং সোনার কলম থাকে, তারা লিখে যে, কে বৃহস্পতিবার দিন ও জুমার রাতে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।" **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫০, হাদীস নং-২১৭৪)**

পড়তা হোঁ কসরত সে দুরূদ উন পে সদা মেঁ,
আউর যিকির কা ভি শওক পায়ে গাউস ও রযা দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।"

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দুটি মাদানী ফুলঃ

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নিচে রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! , اُذْكُرُ الله! , تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এক ভিনদেশী গরীব হাজী

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "উয়ুনূল হিকায়াত" প্রথম খন্ডের ৩৮৪ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা উদ্ধৃত রয়েছে: খুবই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন এবং আন্দোলিত হোন: হযরত সায়িদুনা ইব্রাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ **আল্লাহ্ তাআলার** ওলী ছিলেন। তিনি এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: আমি প্রায় সতের বৎসর যাবৎ বনে-জঙ্গলে এবং মরু-প্রান্তরে ঘুরা-ফেরা করেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত করেছি। এই সতের বছরে আমার জীবনে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যেই ঘটনাটি ঘটেছে তা হলো, একবার বনে আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যাঁর হাত-পা দুটিই কাটা ছিল এবং তিনি হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে চলছিলেন। এছাড়াও তিনি আরো অনেক সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। তাঁকে দেখে আমি খুবই বিস্মিত হলাম এবং তাঁর প্রতি আমার খুবই করুণা হলো, কাছে গিয়ে আমি তাঁকে সালাম জানালাম, তিনি আমার নাম ধরে সালামের উত্তর দিলেন।

www.dawateislami.net

তাঁর মুখে আমার নাম শুনে আমি খুবই অবাক হলাম, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার সাথে আমার প্রথম দেখা, তবুও আপনি আমার নাম জানলেন কীভাবে? তিনি বললেন: যেই মহান সত্ত্বা আপনাকে আমার কাছে এনেছেন, তিনিই আমাকে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম: আপনি ঠিকই বলেছেন, আসলেই আমার **রব তাআলা** সব কিছুতেই ক্ষমতাবান। অত:পর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কোত্থেকে এসেছেন? আর কোথায় যাবার ইচ্ছা রয়েছে? তিনি বললেন: আমি বোখারা নগরী থেকে আসছি, এবং পবিত্র হারামাইন-তাইয়্যিবাইন যাচ্ছি। তাঁর কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, এই ব্যক্তির হাতও নেই, পাও নেই। আবার তিনি বোখারা থেকে এই পর্যন্তইবা কীভাবে এলেন! এবং আবার মক্কা শরীফ যাবারও বাসনা রাখেন! যা এখান থেকে অনেক দূর! তিনি একাকী সেখানে পৌঁছাবেন কীভাবে? আমি এই ভাবনায় ডুবে অবাক নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটি রাগান্বিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: হে ইবরাহীম! তুমি কি এই ভেবে অবাক হচ্ছো যে, সর্বক্ষমতার অধিকারী **আল্লাহ্ তাআলা** আমার মত একজন দুর্বল ও হাত-পা ছাড়া মানুষকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। এতটুকু বলার পর তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে শুরু করলো এবং অঝোড় ধারায় কান্না করতে লাগলেন। আমি তাঁকে বললাম: আপনি একেবারেই চিন্তা করবেন না, **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত সবার উপর রয়েছে, তিনি কাউকেই নিরাশ করেন না।

অতঃপর আমি তাঁকে সেখানে রেখেই সামনের দিকে অগ্রসর হলাম, আমারও সেই বছর হজ্ব করার ইচ্ছা ছিলো, আমি যখন মক্কা শরীফ এসে তাওয়াফ করার জন্য কা'বা শরীফে গেলাম, দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, সেই হাত-পা বিহীন লোকটি আমার আগেই কা'বা শরীফে পৌঁছে গেছেন! এবং হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে তাওয়াফ করাতে ব্যস্ত ছিলেন। (উয়ূনুল হিকায়াত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৪, সংক্ষেপিত)

ইয়া খোদা! এ্যয়ছে আসবাব পাওঁ, কাশ মক্কে মদীনে মে জাওঁ,
মুঝ কো আরমান হজ্ব কা বাড়া হে ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যাদের অন্তর মক্কা ও মদীনার প্রেমে বিভোর এবং হারামাঈন শরীফাঈনে হাজিরীর আকাঙ্ক্ষা যাদের অন্তরে ভর করে রয়েছে তবে বড় বড় বিপদ আপদও এদের পথে বাঁধা হতে পারে না।

আপনারা লক্ষ্য করলেন; একজন আল্লাহ্ওয়ালা হারামাঈন শারীফাঈনে হাজিরীর এতই আকাঙ্ক্ষী ছিলেন যে, হাত-পা ছাড়া, বিভিন্ন কষ্টে র্জজরিত থাকার পরও **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমতের প্রতি নিরাশ হননি, কেননা **আল্লাহ্ তাআলা**র পবিত্র সত্ত্বার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসাকারী বিপদাপদেও অসহায় থাকে না, বরং **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমতে তাদের সাহায্য করে থাকে, সুতরাং এই **আল্লাহ্ওয়ালা**র জযবাও কিছুটা এইরকম ছিলো। এজন্যই হাজিরীর আকাঙ্ক্ষায় হারামাঈন শরীফাঈনের যিয়ারতের জন্য হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে চলে যাচ্ছে, সেই **আল্লাহ্ওয়ালা**র গতি তো দেখুন যে, যখন হযরত সায়িদুনা ইব্রাহীম খাওয়াছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাওয়াফের জন্য উপস্থিত হলেন তখন এটা দেখে অবাক হলেন যে, সেই ব্যক্তি তার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে কা'বা শরীফের তাওয়াফে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কা মুকার্রমা বা মদীনায়ে তায়্যেবা দু'টিই খুবই সম্মানিত এবং মর্যাদাপূর্ণ জায়গা, যার মহত্ব ও মর্যাদা এবং শান ও শওকতের পরিমাণ এই বিষয় থেকে অনুমান করা যায় যে, মক্কা এবং মদীনাকে **আল্লাহ্ তাআলা** যেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাবলী দ্বারা ধন্য করেছেন তা অন্য কোন শহরকে দেয়া হয়নি, এবং কেনইবা দেয়া হবে না যে, মক্কা শরীফে মুসলমানদের ঈমানের মারকায **বায়তুল্লাহ শরীফ** অবস্থিত এবং মদীনা মনওয়ারায় **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর বর্ষনকারী নূরানী মাযার অবস্থিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এ দু'টিই সেই পবিত্র স্থান যার প্রশংসা ও গুনগান কোরআনের আয়াতেই বিদ্যমান: যেমন-

পারা ৪ সুরা আলে ইমরানের ৯৬ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা**র মহত্বপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۶﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতি ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে, সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত, বরকতময় এবং সমগ্র জাহানের পথ প্রদর্শক ।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই পবিত্র আয়াত সম্পর্কে বলেন: এতে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম স্থান, যাকে **আল্লাহ্ তাআলা** ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, নামাযের কিবলা, হজ্ব এবং তাওয়াফের স্থান বানিয়েছেন যাতে নেকীর সাওয়াব বৃদ্ধি করেছেন, তা হলো **কা'বা শরীফ** যা **মক্কা** শহরে অবস্থিত।

পারা ৩০ সূরাতুল বালাদ এর **১,২** ও **৩** নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলার** বানী হচ্ছে:

لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ﴿۱﴾ وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ﴿۲﴾ وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ ﴿۳﴾

(পারা ৩০, সূরাতুল বালাদ, আয়াত ১,২,৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আমার এ শহরের শপথ, যেহেতু হে মাহবূব! আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন, এবং আপনার পিতা (পিতৃ-পুরুষ) ইব্রাহীমের শপথ এবং তার বংশধরের, অর্থাৎ আপনিই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো! মক্কায়ে মুকার্‌রমার শান কিরূপ উচ্চ ও মহান, কেননা স্বয়ং আমাদের **পরওয়ার দিগার রব তাআলাই** তাঁর পবিত্র কালাম কোরআনে করীমে এই পবিত্র শহরের শপথ করেছেন, সুতরাং আমাদের উচিৎ নিজের চোখে লন্ডন ও প্যারিস দেখার স্বপ্ন সাজানোর পরিবর্তে মক্কা মদীনার মতো মর্যাদাময় ও বরকতময় স্থানের যিয়ারতের স্বপ্নকে সাজিয়ে নেয়া এবং রাত দিন সেখানে অবতীর্ণ হওয়া দয়া ও দান এবং অশেষ বরকত দ্বারা নিজের শূন্য ঝুড়ি পূর্ণ করার জন্য সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

www.dawateislami.net

ওহাঁ পেয়ারে কা'বা ইহাঁ সবজ গুম্বদ, ওহ মক্কা ভি মীটা তু পেয়ারা মদীনা।
মে মক্কা মে জা কর করোঙ্গা তাওয়াফ আউর, নসীব আবে জমজম মুঝে হো গা পীনা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৫৫-৩৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হাদীসে মুবারাকা এই পবিত্র শহরদ্বয়ের ফযিলতে ভরপুর। আসুন! আমরা নিজের অন্তরে মক্কা মদীনার যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রূহানীয়্যত ও নূরানীয়্যতে ভরপুর এই শহরদ্বয়ের বরকত সম্পর্কীত দু'টি ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রবণ করি:

(১) মক্কায়ে মুকার্‌রমা ও মদীনায়ে মনওয়ারা ব্যতীত কোন শহর এমন নেই, যেখানে শীগ্রই দাজ্জাল পদদলন করে যেতে পারবে না, কেননা এই শহরদ্বয়ের সকল রাস্তায় ফিরিশতারা সারি বেঁধে পাহারা দেবে, সুতরাং সে এক জলাভুমিতে অবস্থান করবে অতঃপর মদীনা শহর তিনবার কেঁপে উঠবে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** কুফর ও মুনাফেকীতে রত সকল মানুষকে সেখান থেকে বের করে দেবেন। (বুখারী, কিতাবুল ফাযায়িলে মদীনা, বাবু লা ইয়াদহুলু দাজ্জালুল মদীনা, ১/৬১৯, হাদীস নং-১৮৮১)

(২) যে ব্যক্তি হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলো এবং মারা গেলো, তবে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হজ্ব সম্পাদনকারীর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে আর যে ওমরার উদ্দেশ্যে বের হলো এবং মারা গেলো, তবে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ওমরা সম্পাদনকারীর সাওয়াব লিখা হবে এবং যে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলো এবং মারা গেলো, তবে তার জন্যও কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদকারীর সাওয়াব লিখা হবে।
(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল হজ্ব, ২/৭৯, হাদীস নং-১৭১৮)

এ্যয় কাশ! মদীনে মে মুঝে মউত ইয়ুঁ আয়ে, চৌকাঠ পে তেরী সর হো মেরী রূহ চলি হো।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** মক্কা ও মদীনাকে কিরূপ বিশেষত্ব দ্বারা ধন্য করেছেন, যেই দাজ্জাল পুরো দুনিয়ায় পদচারণ করবে কিন্তু তার সামর্থ্য হবে না যে, সে তার অপবিত্র কদম মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে রাখার।

www.dawateislami.net

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দাজ্জাল সম্পর্কে বলেন: চল্লিশ দিনে হারামাঈন তাইয়্যেবাঈন ছাড়া পুরো দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে। সে খুবই দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করবে, যেমন- মেঘ, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। তার ফিৎনা খুবই ভয়াবহ হবে, একটি বাগান ও একটি আগুন তার সাথে থাকবে, যার নাম রাখবে জান্নাত ও দোযখ, যেখানেই যাবে এগুলোও সাথে যাবে, কিন্তু যেটি দেখতে জান্নাত মনে হবে তা আসলে হবে আগুন এবং যা দেখতে দোযখ মনে হবে, তা মূলত হবে আরামের জায়গা আর সে খোদাই দাবী করবে, যে তার উপর ঈমান আনবে তাকে নিজের সেই জান্নাতে দেবে এবং যে অস্বীকার করবে তাকে তার সেই দোযখে নিক্ষেপ করবে, সে মৃতকে জীবিত করবে। মাটিকে আদেশ করলে সে শষ্য উৎপন্ন করবে, আসমান থেকে পানি বর্ষণ করবে, এরূপ অনেক ভেলকি দেখাবে এবং বাস্তবে এসব জাদুর কারিশমা আর শয়তানের তামাশা হবে। এজন্যই সে সেখান থেকে যাওয়ার পর তা আর থাকবে না। হারামাঈন তাইয়্যেবাঈনে যখন যেতে চাইবে, তখন ফিরিশতারা তার মুখ ঘুরিয়ে দেবে। মদীনা মনয়োরায় তিনটি ভূমিকম্প হবে, তখন সেখানকার যে লোকেরা প্রকাশ্যে মুসলমান সেজে আছে অথচ অন্তরে কুফর এবং যারা **আল্লাহ্ তাআলা**র জ্ঞানে দাজ্জালের উপর ঈমান এনে কাফির হয়ে যাবে, এই ভূমিকম্পে ভীত হয়ে শহরের বাইরে চলে যাবে এবং দাজ্জালের ফিৎনায় পড়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/১২০-১২১, সংক্ষেপিত) **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সবাইকে এই দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাচিঁয়ে রাখুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে পাকের আলোকে এটাও জানতে পারলাম, হজ্ব ও ওমরার মোবারক সফরে যদি কারো মৃত্যু হয় তবে সেই সৌভাগ্যবানের **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া ও অনুগ্রহে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, মক্কা মদীনায় মৃত্যুবরণ করার আশা অন্তরে পোষণ করা এবং এর জন্য দোয়াও করা, মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করার উৎসাহ তো স্বয়ং আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের প্রদান করেছেন, বরং মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণকারী সৌভাগ্যবানের জন্য শাফায়াতের সুসংবাদও প্রদান করেছেন। যেমন-

www.dawateislami.net

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যার মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হয়, সে যেন মদীনায় মৃত্যুবরণ করে। فَاِنِّيْ اَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوْتُ بِهَا কেননা, আমি মদীনায় মৃত্যুবরণকারীর শাফায়াত করবো। (তিরমীযি, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৮৩, হাদীস নং-৩৯৪৩)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এই সুসংবাদ এবং উপদেশ সকল মুসলমানের জন্যই, না শুধু মুহাজিরদের জন্য অর্থাৎ যে মুসলমানের নিয়্যত মদীনা পাকে মৃত্যুর জন্য হয়, সে যেন সেখানে মৃত্যুবরণ করার চেষ্টা করে, সেখানে অবস্থান করে, বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে এবং বিনা কারণে মদীনা শরীফ হতে বাহিরে না যায় যেন মৃত্যু ও দাফন সেখানেই নসীব হয়। তিনি আরো বলেন: আমি অনেক লোককে দেখেছি যে, ত্রিশ (৩০) চল্লিশ (৪০) বছর ধরে মদীনায় অবস্থান করছে, হুদুদে মদীনা বরং মদীনা শহর থেকে বাহিরেও বের হতো না, এই ভয়ে যে, যদি বাহিরে মৃত্যু চলে আসে, হযরত সায়িদুনা ইমাম মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এরও এরূপ রীতি ছিলো। তিনি আরো বলেন: (হাদীসে মুবারাকায়) শাফায়াত দ্বারা বিশেষ শাফায়াত বুঝানো হয়েছে, গুনাহগারের সকল গুনাহ ক্ষমা করানোও শাফায়াত এবং নেককারের আরো মর্যাদা বৃদ্ধি করাও শাফায়াত, এমনিতে তো **হুযুরে পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সকল উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন। মনে রাখবেন! মদীনা শরীফে অবস্থান করাও উত্তম, সেখানে মৃত্যুবরণ করাও উত্তম আর সেখানে দাফন হওয়াও উত্তম। (মিরাতুল মানাযিহ, ৪/২২২, সংক্ষেপিত)

তায়্যেবা মে মরকে ঠান্ডে চলে জাওঁ আখেঁ বান্দ, সিদী সড়ক ইয়ে শহর শাফায়াত নগর কি হে।
(হাদায়িকে বখশিশ, ২২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনার কথা কি আর বলবো! এটি সর্বদা আশিকদের হৃদয়ের স্পন্দন হয়েই থাকে, আশিকানে রাসূল মদীনা শরীফের আলোচনা হতেই মদীনার বিরহে অশ্রুসজল হয়ে পড়ে এবং

www.dawateislami.net

মদীনা শরীফের হাজিরীর জন্য এক ধ্যান হয়ে পড়ে, বরং নিঃসন্দেহে হাজারো আশিকের মনের বাসনা হয় যে, যেন মদীনা শরীফে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে মৃত্যু এসে যায় এবং কেনইবা হবে না, মদীনায় মৃত্যুবরণ করার উৎসাহ ও ফযিলত না শুধু হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে বরং আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়িদুনা ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর আমল দ্বারাও আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, আমরা রাসূলের গোলামগন যেন মদীনায় মৃত্যুবরণ করার আশা নিজের অন্তরে সৃষ্টি করি এবং এর জন্য দোয়াও করি।

হযরত সায়িদুনা ফারূখে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বার প্রতি এবং তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল জিনিষের প্রতি খুবই ভালবাসা ছিলো, বিশেষ করে মদীনা শরীফের সাথে তো তাঁর গভীর মুহাব্বত ছিলো, তাঁর মনের স্বাধ ছিলো যে, আমার মৃত্যুও যেন সেই শহরে হয়, যেখানে আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরাম করছেন, যেভাবে হায়াত অবস্থায় তাঁর নৈকট্য অর্জিত ছিলো, তেমনি মৃত্যুর পরও যেন তাঁর নৈকট্য নসীব হয়। এইজন্য তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ দোয়া করতেন:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ شَهَادَةً فِیْ سَبِیْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِیْ فِیْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

অর্থাৎ **হে আল্লাহ্!** তুমি আমাকে তোমার পথে শাহাদত নসীব করো এবং তোমার **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শহরে মৃত্যু দান করো।

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে মদীনা, ১/৬২২, হাদীস নং-১৮৯০)

সুতরাং এই দোয়া কবুল হলো এবং তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মদীনা মনওয়ারায় শাহাদত বরণ করেন। হযরত সায়িদুনা ফারূখে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর এই ঈর্ষাহ্নিত শাহাদতের মহত্ব বর্ণনা করে এবং এর প্রতি ঈর্ষা ভাব প্রকাশ করে প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর দোয়া এমনভাবে কবুল হলো যে, سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! ফযরের নামায, মসজিদে নববী, মেহরাবুন নবী, মসল্লায়ে নবীতে শাহাদত বরণ করেন। **(মিরাতুল মানাযিহ, ৪/২২২, সংক্ষেপিত)**

এ্যয় কাশ! মদীনে মে মুঝে মউত ইয়ুঁ আয়ে, চৌকাঠ পে তেরী সর হো মেরী রূহ চলি হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيهِمْ اَجْمَعِيْن জীবনি আমাদের জন্য অনুসরনীয়, তাঁরা মক্কা মদীনার মাটির সাথে সত্যিকার ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করতেন, তাদের ভালবাসার অনুমান এই বিষয় থেকে করা যায় যে, অনেক বুযুর্গের অভ্যাস ছিলো, তারা অন্য দেশ বা শহরের অধিবাসী হওয়া সত্বেও মক্কা মদীনার ফয়য ও বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে জীবনের বড় একটি সময় এই পবিত্র শহরের সুগন্ধিময় মনোরম বাতাসে শ্বাস নিয়ে কটিয়ে দিতেন এবং প্রতি বছর নিরলসভাবে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জনেও ধন্য হতেন। যেমনিভাবে-

আমাকে হেরেম শরীফে নিয়ে চলো

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬৮পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "মলফুযাতে আ'লা হযরত" এর **১৯৮** পৃষ্ঠায় রয়েছে: (কুত্বে মক্কা মদীনা) হযরত মাওলানা আব্দুল হক ইলাহাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيهِ ভারতের অধিবাসী এবং প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন ছিলেন, চল্লিশ (৪০) বছরেরও বেশি সময় মক্কায় বাসস্থান করে নিয়েছিলেন। প্রতি বছরই হজ্ব করতেন। এক বছর হজ্বের মৌসুমে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন, যিলহজ্বের নবম তারিখ তাঁর শাগরেদদের বললেন: আমাকে হেরেম শরীফ নিয়ে চলো! কয়েকজন মিলে উঠিয়ে নিয়ে এসে কাবাতুল্লার সামনে বসিয়ে দিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيهِ জমজম শরীফ আনিয়ে পান করলেন এবং দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ্!** হজ্ব থেকে বঞ্চিত করিও না। সেই মুহুর্তেই **মওলা তাআলা** তাঁকে এমন শক্তি দান করলেন যে, তিনি উঠে নিজের পায়ে হেঁটে আরাফাত শরীফ গেলেন এবং হজ্ব আদায় করলেন।

(মলফুযাতে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা ১৯৮, সংক্ষেপিত)

দেখা হার বরস তু হারাম কি বাহারেঁ, তু মক্কা মদীনা দেখা ইয়া ইলাহী!
শরফ হার বরস হজ্ব কা পাওঁ খোদায়া, চলে তায়বা ফির কাফেলা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো! কুতবে মক্কা মদীনা হযরত মাওলানা আব্দুল হক ইলাহাবাদী মুহাজির মক্কী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ্ তাআলা**র কেমন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ওলী ছিলেন, কঠিন অসুস্থতার কারণে বিছানায় পড়ে ছিলেন এবং চলা ফিরা করার উপযুক্ত ছিলেন না, দুর্বলতা প্রবলভাবে বেড়ে গিয়েছিলো কিন্তু তবুও যেহেতু তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা পাহাড়ের চাইতেও অধিক পরিমানে ছিলো, এমনকি হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করার আকাঙ্ক্ষাও অধিক মাত্রায় ছিলো, যেন তাঁর এমনই আগ্রহ ছিলো যে,

হার সাল ইয়া ইলাহী মুঝে হজ্ব নসীব হো,
যব তক জিওঁ মে আলমে না পায়েদার মে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

সুতরাং যখনই তাঁকে হেরেমে কাবায় নিয়ে যাওয়া হলো তখন সেখানে পৌঁছেই তিনি জমজম শরীফ পান করে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে নিজের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন, ব্যস তারপর কি হলো, দয়ার দরজা খুলে গেলো, রহমতের সাগরে জোশ এসে গেলো, অপেক্ষার পালা শেষ হলো এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় তাঁর এমন শক্তি অর্জিত হলো যে, স্বয়ং নিজের পায়ে হেঁটে আরাফাতেও তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং হজ্বের সৌভাগ্য অর্জনে সফল হয়ে গেলেন।

তু নে মুঝ কো হজ্ব পে বুলায়া, ইয়া আল্লাহ্! মেরী ঝোলি ভর দে।
গিরদে কা'বা খোব পিলায়া, ইয়া আল্লাহ্! মেরী ঝোলি ভর দে।
ময়দানে আরাফাত দিখায়া, ইয়া আল্লাহ্! মেরী ঝোলি ভর দে।
বহশ দে হার হাজী কো খোদায়া, ইয়া আল্লাহ্! মেরী ঝোলি ভর দে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে এটাও জানলাম যে, জমজমের পানি সেই মোবারক ও বরকতময় পানি যা পান করে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়ে থাকে, হাদীসে পাকে দোয়া কবুলিয়ত ছাড়াও আরো অনেক উপকারীতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

www.dawateislami.net

মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জমজমের পানি সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই, যেই উদ্দেশ্যে তা পান করা হয়, যদি তুমি তা আরোগ্যের জন্য পান করো তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। যদি তুমি তা আশ্রয় লাভের জন্য পান করো, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে আশ্রয় দান করবেন। যদি তুমি তা নিজের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পান করো তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করবেন। (বর্ণনাকারী বলেন) হযরত সায়িদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا যখন জমজমের পানি পান করতেন তখন এই দোয়া করতেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

অর্থাৎ **হে আল্লাহ্!** আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, রিযিকের প্রশস্থতা এবং সকল রোগ হতে আরোগ্যতার প্রার্থনা করছি। **(মুসতাদরিক, কিতাবুল মানাসিখ, ২/১৩২, হাদীস নং- ১৭৮২)**

ইয়ে জমজম উচ লিয়ে হে জিস লিয়ে ইচ কো পিয়ে কোয়ি,
ইচি জমজম মে জান্নাত হে ইচি জমজম মে কওছার হে। **(যওকে নাত, ১৪০ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কার পবিত্র ভূমির প্রাপ্ত একটি অনেক বড় দয়া এটাও যে, এই মোবারক ভূমিতে **বাইতুল্লাহ** শরীফ অবস্থিত, এমনিতে তো যদিও মক্কা শহরের শুধুমাত্র এই একটি সৌভাগ্য অর্জিত হতো তবুও এর শান ও মহত্বের জন্য যথেষ্ট ছিলো কিন্তু কোরবান হয়ে যান যে, এছাড়াও এই নুরানী শহরের ফযিলত ও বিশেষত্ব এতই বেশি যে, মন চায় শুধু বয়ান করি এবং শুনি, কেননা এই শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থানে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কিরামদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ সাথে সম্পর্কীত পবিত্র ও স্বরণীয় মসজিদ, কূপ, গুহা, নির্মাণশৈলী এবং মাযারসমূহ বিদ্যমান।

আসুন! এবার আমরা বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং রহমত বর্ষনের নিমিত্তে মক্কা শরীফের কিছু বিশেষত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করে নিজের অন্তরে এই প্রবিত্র শহরের মহত্ব আরো বাড়ানোর ব্যবস্থা করি। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা"য় মক্কা শরীফের মনমুগ্ধকর বিশেষত্ব বর্ণনা করে বলেন: ❁ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র মক্কা শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন। ❁ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বীনের তবলীগের শুরু এখানেই করেছিলেন। ❁ এখানে পবিত্র কা'বা শরীফ রয়েছে। ❁ এখানেই সেটির তাওয়াফ করা হয়। আর ❁ নামাযে সারা দুনিয়া হতে এর দিকেই মুখ করা হয়। ❁ মসজিদে হেরেম শরীফ এখানেই অবস্থিত, যাতে এক রাকাত নামাযের সাওয়াব এক লক্ষ (১০০০০০) রাকাতের সমান। ❁ জমজমের কূপ, হাজরে আসওয়াদ, মকামে ইবরাহীম এবং ছাফা ও মারওয়া এখানেই অবস্থিত। ❁ বহিরাগতরা (মীকাতের বাইর থেকে আসা লোক) এহরাম ব্যতীত মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে পারে না। ❁ পুরো দুনিয়া হতে মুসলমান হজ্বের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এখানেই উপস্থিত হন। ❁ যে ব্যক্তি এই পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করে, সে নিরাপত্তা পেয়ে যায়। ❁ দিনের কিছু সময় এখানকার গরমে ধৈর্য্য ধারণকারী ব্যক্তিদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। ❁ হেরা গুহা এখানেই অবস্থিত। যেখানে **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর প্রথম ওহী নাযিল হয়। ❁ এখানে যে কোন মওসুমের ফল পাওয়া যায়। ❁ মেরাজ এবং চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার মুজিযা এই শহরেই সংঘঠিত হয়েছিলো। ❁ পৃথিবীর সর্বপ্রথম পর্বত এখানেই অবস্থিত। ❁ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী জীবনের ৫৩ বৎসর এখানেই কাটান। ❁ হযরত সায়িদুনা ইমাম মাহদীর সৌভাগ্যময় আবির্ভাব পবিত্র মক্কা শরীফেই হবে।

(মক্কা মদীনার যিয়ারত সম্বলিত আশিকানে রাসূলের ১৩০ ঘটনাবলী, ২০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ আমরা মক্কা শহরের বরকত এবং বুযুর্গদের এই শহরের সাথে ভালবাসা সম্পর্কীত ঘটনাবলী এবং আরো কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আসুন এবার আশিকানে রাসূলের হৃদয়ের স্পন্দন, বিষাদগ্রস্থ, অসহায় এবং দুঃখ পীড়িতদের আশার মারকায অর্থাৎ মদীনা শরীফেরও কিছু আলোচনা করে নিই,

www.dawateislami.net

আ'লা হযরতের ভাইজান, শাহানশাহে সুখন, ওস্তাদে যমন হযরত আল্লামা মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর নাতের কাব্যগ্রন্থ "যওকে নাত"এ বলেন:

হাসান হজ্ব কর লিয়া কা'বা সে আখোঁ নে যিয়া পায়ী,
চলো দেখোঁ ওহ বসতী জিস কা রাস্তা দিল কে আন্দর হে। (যওকে নাত, ১৬০ পৃষ্ঠা)

জি হ্যাঁ! সেই মদীনা, যার আলোচনা আশিকানে রাসূলের মনকে প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত করে, যার যিয়ারতের জন্য **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিওয়ানারা খুবই মূখিয়ে থাকে, আশিকরা যখন মদীনা শহর বা সবুজ গম্বুজের নূর বর্ষনের দৃশ্য কল্পনায় দেখে বা কারো মূখে এর আলোচনা শুনে তবে তাদের অবস্থা অন্যরকম হয়ে যায়, মদীনার বিচ্ছেদে এদের চোখ অশ্রুসজল এবং অন্তর সেখানে হাজির হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যায়, মুলত তখন তাদের অন্তরের ফরিয়াদ কিছুটা এরূপ হয়ে যায়:

মুঝে মদীনে কি দো ইজাযত, নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।
পিলাও বুলওয়া কে জামে উলফত, নবীয়ে রহমত শফিয়ে উম্মত।
আগর নেহী মেরী এ্যয়ছি কিসমত, সদা হুযুরী কি পাও লায্যাত।
রুলায়ে মুঝ কো তোমারী ফুরকাত, নবীয়ে রহমদ শফীয়ে উম্মত।
আতা হো মুঝ কো গমে মদীনা, তাপা জিগর চাক চাক সীনা।
বাড়ে মুহাব্বাত কি খুব শিদ্দত, নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।
হোসাইন ইবনে আলী কা সদকা, হামারে গাউসে জলী কা সদকা।
আতা মদীনে মে হো শাহাদত, নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।
হার এক নবী হার ওলী কা সদকা, তুঝে তেরী হার গলি কা সদকা।
দেয় তায়বা মে মরনে কি সা'আদত, নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।

(ওসায়িলে বখশিশ, ২০৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনা শরীফের মহত্ব ও সম্মানের কথা কি আর বলবো যে, এই মোবারক লোকালয়ে না দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে এবং না প্লেগ জাতীয় মহামারী, কেননা মদীনা শরীফের প্রবেশ দ্বারে **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে তাঁর নিস্পাপ ফিরিশতারা নিযুক্ত রয়েছে, যারা কখনোই মদীনা শরীফে প্লেগ ও দাজ্জালকে প্রবেশ করতে দেবে না, যেমন; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মদীনার রাস্তা সমূহে ফিরিশতারা (পাহারায়) রয়েছে, সুতরাং এতে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

(বুখারী, কিতাবুল ফাযায়িলে মদীনা, ১/৬১৯, হাদীস নং-১৮৮০)

www.dawateislami.net

প্লেগ এমন এক মহামরী, যার কারণে বগলে বা রানে ফোঁড়ার মতো হয়, এর ব্যাথা এমন মারত্মক হয় যে, এই রোগে আক্রান্ত লোকের বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম, সাধারণত এই রোগে বমি, বেহুশ হয়ে যাওয়া এবং হৃদয়ের স্পন্দন বেড়ে যায়। (উর্দু লুগাত, ১৩/৫৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনা শরীফের মহত্ব ও গুরুত্বের বিষয়টি এই কথা থেকে বুঝে নিন যে, যেই **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমরা খুবই ভালবাসি, স্বয়ং সেই **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, সুতরাং রাসূলের ভালবাসার শর্তই হলো যে, আমরাও না শুধু প্রিয় মদীনার ভালবাসা বরং মদীনার অলি-গলি ও বাজারকেও ভালবাসা, সেখানকার বাগান ও পর্বতমালাকেও ভালবাসা, এর সব কিছুকেই ভালবাসা, এর ফুল এমনকি এর কাঁটার প্রতিও ভালবাসা নিজের অন্তরে পুষে রাখে, এর স্বরণে ছটফট করা এবং এর বাআদব হাজিরীর না শুধু আশা করা বরং **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট দোয়াও করুন।

গরীব জায়ে কাঁহা ইয়া রব তড়পতে রূহ কো লে কর,
তুঝে মাহবুব কা সদকা তু পৌঁহছাদে মদীনা মে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মনে রাখবেন! ভালবাসার এক নিদর্শন হচ্ছে যে, যার সাথে প্রেম হবে, তার সাথে সম্পর্কীত সকল জিনিসের প্রতিও ভালবাসা পোষণ করা এবং বিশেষ করে যার মাহবুবের সাথে ভালবাসা হয় তার তো গভীর ভালবাসা ও ভক্তি রাখতে হবে। **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মদীনার সাথে কিরূপ ভালবাসা ছিলো তা এই বিষয় থেকে অনুমান করুন:

তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি কখনো মদীনা থেকে বাহিরে সফরে যেতেন তবে ফিরে আসার সময় মদীনার শরীফ দেখতেই তাড়াতাড়ি পথ চলার চেষ্টা করতেন। হাদীসে পাকে রয়েছে:

নবী করিম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন এবং মদীনা পাকের গাছ-পালা দেখতেন তখন মদীনার প্রতি ভালবাসার কারণে নিজের বাহনকে দ্রুত চালনা করতেন এবং যদি ঘোড়ার আরোহী হতেন তবে সেটিকে দ্রুত চালনা করতেন। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে মদীনা, ১১তম অধ্যায়, ১/৬২০, হাদীস নং-১৮৮৬)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মদীনা পাক এতই প্রিয় ছিলো যে, প্রত্যেক সফর হতে ফিরার পথে সাধারণত বাহনকে ধীর গতিতে চালনা করতেন কিন্তু মদীনা পাককে দেখার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি পৌঁছার জন্য বাহনকে দ্রুত চালনা করতেন, এই ভালবাসার প্রভাবই হচ্ছে যে, মুসলমান মদীনার জন্য মন প্রাণ বিলিয়ে দেন, কেননা এটা প্রিয়তমের প্রিয়।

(মিরাতুল মানাযিহ, ৪/২১৯)

মদীনা ইচ লিয়ে আত্তার জান ও দিল সে হে পেয়ারা,
কেহ রেহতে হে মেরে আক্বা মেরে সরওয়ার মদীনে মে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজের একটি কাজ "মাদানী কাফেলা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কা মদীনার বরকত সমূহ কুড়াতে তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে অধিকহারে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে মাসিক একটি কাজ হলো "মাদানী কাফেলা"। সাধারণত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলা মসজিদেই অবস্থান করে এবং মসজিদে ইবাদতের নিয়্যতে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে কি আর বলবো, হাদীসে পাকে এই সৌভাগ্যবানদের সম্পর্কে তিনটি কথা ইরশাদ করা হয়েছে: (১) এর দ্বারা উপকারীতা অর্জন করা যায় (২) বা তারা হিকতমপূর্ণ কথা বলে (৩) বা রহমতের আপেক্ষায় থাকে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৯, হাদীস নং-৫০৩) আসুন! উৎসাহ লাভের জন্য মাদানী কাফেলার একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি:

www.dawateislami.net

মদ্যপায়ী সংশোধন হয়ে গেলো

ভারতের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে মদ্যপান করা, আনন্দ ফূর্তি এবং চিল্লাচিল্লি করা, গালা গালি করা, মা-বাবা ও মহল্লাবাসীদের অতিষ্ট করা, জুয়া খেলা ইত্যাদি আমার অভ্যাস ছিলো। একদিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক যিম্মাদার ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ দিলেন। তার উৎসাহে আমি তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। মাদানী কাফেলার বরকতে আমি গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নামাযের নিয়মিত অনুসারী, সদায়ে মদীনা প্রদানকারী এবং অন্যকে মাদানী কাফেলার মুসাফির বানানোর মেশিন হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার ইনফিরাদী কৌশিশে এই পর্যন্ত ৩০ জন ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়েছেন। এই বর্ণনা লেখার সময় আমি একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি এবং মাদানী কাজের সারা জাগানোর চেষ্টায় ব্রত রয়েছি।

বখত খুল জায়েঙ্গে, কাফেলে মে চলো, জুরম ধুল জায়েঙ্গে, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনা শরীফের মহত্ব ও বরকতের বর্ণনা করতে গিয়ে একবার **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: আমাকে এমন এক জনবসতীর দিকে (হিজরত) করার আদেশ করা হয়েছে, যা সকল জনবসতীকে খেয়ে নিবে (অর্থাৎ সবার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে) লোকেরা একে ইয়াসরিব বলে, অথচ তা হচ্ছে মদীনা, (এই জনবসতী) লোকেদের এমন ভাবে পরিস্কার ও পবিত্র করবে, যেমন আগুনের চুল্লী লোহার ময়লা পরিস্কার করে দেয়। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাসিক, বাবু হারামে মদীনা, ২/৫০৯, হাদীস নং-২৭৩৭)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: খেয়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে যে, এখানকার লোকেরা সকল দেশে বিজয় অর্জন করবে এবং তাদের সম্পদ ও ধন ভান্ডার মদীনায় পৌঁছে যাবে। সুতরাং এমনি হলো যে, সিরিয়া, পারস্য এবং

www.dawateislami.net

রোমের ধন ভান্ডার মদীনায় পৌঁছে গেলো। (তিনি আরো বলেন:) মদীনা শরীফের নাম একশত (১০০) এর বেশি, তায়বা, তা'বা, বতহা, মদীনা, আবতাহ ইত্যাদি, হিজরতের পূর্বে লোকেরা এতে ইয়াসরিব বলতো, এই কারনে যে, আমালিকা গোত্রের প্রথম যে লোক এখানে এসেছিলো তার নাম ছিলো ইয়াসরিব। হযরত সায়িদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যারা মদীনা মনওয়ারাকে ইয়াসরিব বলে, তারা যেন তাওবা করে। হযরত সায়িদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে একবার একে ইয়াসরিব বলবে সে যেন কাফফারা স্বরূপ দশবার (১০) মদীনা বলে। সূফিগণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن বলেন: যদি কোন মন্দ লোক (বদমাযহাব) সেখানে মৃত্যুবরণ করে দাফনও হয় তবে ফিরিশতারা তার লাশকে অন্য কোন জায়গায় পরিবর্তন করে দেয় এবং সেখানকার (মদীনার) কোন আশিক অন্য জায়গায় দাফন হলে তবে তার লাশকে মদীনা মনওয়ারায় পৌঁছে দেয়া হয়।

(মিরাতুল মানাযিহ, ৪/২১৫-২১৬, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফ এবং এর ব্যাখ্যা থেকে জানতে পারলাম যে, যেমনিভাবে মরিচা ধরা লোহাকে আগুনের ভাট্টিতে (চুল্লী) যদি ফেলে দেয়া হয়, অতঃপর নির্দিষ্ট সময়ের পর তা বের করা হয় তবে এর ময়লা আবর্জনার নাম গন্ধও আর থাকে না, এমনিভাবে মদীনা মনওয়ারাও তার মনোরম পরিবেশে আসা লোকেদেরও পরিষ্কার পরিছন্ন করে দেয়, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আপন পরওয়ারদিগারের নিকট বার বার সেখানে যাওয়ার বরং সেখানে দাফন হওয়ার প্রার্থণা করতে থাকা, একজন মুসলমানের জন্য এর চেয়ে বড় এবং এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় শহরে অর্থাৎ মদীনা মনওয়ারায় মৃত্যু এবং হাজারো সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মর্যাদাময় অস্থিত্বের ফয়য ও বরকত দ্বারা ধন্য জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন হওয়ার নেয়ামত দান করে দেন, আর জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন হওয়া ভাগ্যবানদেরই নসীব।

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "(কিয়ামতের দিন যখন সবাইকে কবর হতে উঠানো হবে) সর্ব প্রথম আমাকে অতঃপর আবু বকর ও ওমর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এর কবর খোলা হবে,

www.dawateislami.net

অতঃপর আমি জান্নাতুল বাক্বীবাসীদের নিকট যাবো, তখন তারা আমার হাত আঁকড়ে ধরবে, অতঃপর আমি মক্কাবাসীদের অপেক্ষা করবো এমনকি হারামাঈন শরীফাঈনের মাঝে এদেরও আমার সাথে করে নেবো।" (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৩৮৮, হাদীস নং-৩৭১২)

আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মদীনা শরীফে মৃত্যু ও জান্নাতুল বকীতে দাফন হওয়ার উৎসাহ প্রকাশ করে তার রচিত নাতের কাব্যগ্রন্থ "ওয়াসায়িলে বখশিশ"এ লিখেন:

আতা করদো আতা করদো বাক্বীয়ে পাক মে মদফন,
মেরি বন জায়ে তুরবত ইয়া শাহে কাউসার মদীনে মে।

(ওয়ানায়িলে বখশিশ, ২৮৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীস শরীফ হতে আমরা এই মাদানী ফুল অর্জন করলাম যে, মদীনা শরীফকে ইয়াসরিব বলা নিষেধ, সুতরাং আমাদের উচিৎ এই শব্দটি বলা ও লিখা হতে বেঁচে থাকা। আফসোস! আজকাল অজ্ঞতার দিকে ধাবিত, অনেক অজ্ঞ মুসলমান ইলমে দ্বীন থেকে দুরে থাকার কারণে মদীনা পাকের আলোচনা করার সময় কোরআন ও হাদীসে পাকের বর্ণনাকৃত নাম সমূহ ব্যবহার না করে ইয়াসরিব লিখে থাকে এবং পড়ে, অথচ ইয়াসরিব শব্দটির অর্থগত দিক থেকে কখনো মদীনা শরীফের শানের সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। যেমন-

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইয়াসরিবের অর্থ হচ্ছে "বিপদাপদের স্থান", যেহেতু পূর্বে এই জায়গাটি ভয়ঙ্কর রোগের ছিলো, সেজন্যই ইয়াসরিব বলা হতো। **হুযুর নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে তাইয়্যেবা অর্থাৎ পরিস্কারকারী ভূমি হয়ে গেলো, এখন ঐ জায়গা দারুল ওবাহ (অর্থাৎ মুসিবতের জায়গা) হতে দারুশ শেফা (অর্থাৎ আরোগ্য দানকারী) হয়ে গেলো। (মীরাতুল মানাযিহ, ৬/২৯৪)

আশিকানে রাসূলের জন্য এই শব্দটি থেকে বাঁচার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পবিত্র শহরকে ইয়াসরিব বলতে নিষেধ করেছেন। যেমন; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "مَنْ قَالَ لِلْمَدِيْنَةِ يَثْرِبَ فَكَفَّارَتُهُ اَنْ يَّقُوْلَ الْمَدِيْنَةَ عَشَرَ مَرَّاتٍ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (অন্য কোন উদ্দেশ্যে) মদীনাকে ইয়াসরিব বলে, তবে এর কাফফারা স্বরূপ দশবার (১০) মদীনা বলা উচিৎ।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ফাযায়িলে মদীনা, ১২/১১৬, হাদীস নং-৩৪৯৩৮)

মদীনাকে ইয়াসরিব বলা এমন মন্দ কাজ যে, ওলামায়ে কিরামগন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মদীনা তাইয়্যেবাকে ইয়াসরিব বলা নাজায়িয ও গুনাহ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন- আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে বলেন: মদীনা তাইয়্যেবাকে ইয়াসরিব বলা নাজায়িয ও নিষেধ এবং গুনাহ আর যে বলে সে গুনাহগার।

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মদীনাকে ইয়াসরিব বললো, তার উপর তাওবা ওয়াজিব, মদীনা পবিত্র, মদীনা পবিত্র। আল্লামা মুনাভী (হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব) জামে সগীর এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন: এই হাদীস পাক থেকে জানা গেলো, মদীনা তাইয়্যেবার নাম ইয়াসরিব রাখা হারাম, কেননা ইয়াসরিব বলার কারণে তাওবার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং তাওবা গুনাহের কারণে করা হয়ে থাকে।" **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১১৬, সংক্ষেপিত)**

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বে আদবোঁ সে,
আউর মুঝ সে ভি সরযদ না কাভি বে আদবী হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"আশিকানে রাসূলের ১৩০ ঘটনাবলী" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হারামাঈন শরীফাঈনের বরকত দ্বারা ধন্য হওয়ার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রচিত "মক্কা মদীনার যিয়ারত সম্বলিত আশিকানে রাসূলের ১৩০ ঘটনাবলী" কিতাবটি অধ্যয়ন করুন। যাতে আপনারা মদীনার যিয়ারত কারীদের ৫১টি, প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল বুযুর্গ হযরত সায়িদুনা ইমাম মালিকের ১২টি, হাজীদের ৪২টি, পর্দানশীন মহিলাদের ৬টি, ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের ১৭টি, জ্বীনদের ৭টি এবং পশুদের ৯টি প্রেম ও ভালবাসায় ভরপুর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

www.dawateislami.net

সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া সহকারে মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজেও অধ্যায়ন করুন এবং অধিকহারে সংগ্রহ করে সাওয়াবের নিয়্যতে ফ্রি বন্টনও করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাবটি পাঠ করতেও পারবেন, ডাউনলোড (**Download**) এবং প্রিন্ট আউটও (**Print Out**) করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! (যিলহিজ্জাতুল হারাম) যিলহজ্ব মাসে আমাদের মাঝে বরকত লুঠিয়ে যাচ্ছে, এটা সেই মোবারক সময় যাতে লাখো সৌভাগ্যবান হাজী হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করে **মুস্তফা**র শহরের যিয়ারত উপভোগ করেন, নিঃসন্দেহে মদীনার আলোচনা আশিকে রাসূলের মন ও প্রাণের প্রশান্তির কারণ, মদীনার প্রেমিক তার বিচ্ছেদে ছটফট করতে থাকে এবং যিয়ারতের খুবই আকাঙ্ক্ষী থাকে। দুনিয়ার যতগুলো ভাষায় যেভাবে মদীনা শরীফের বিরহ ও দীদারের আশায় কসিদা পাঠ করা হয়েছে, তত দুনিয়ার আর কোন শহরের জন্য পাঠ করা হয়নি, যার একবারও মদীনা শরীফের দীদার হয়ে যায়, সে নিজে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে এবং মদীনা শরীফে অতিবাহিত করা সুন্দর ক্ষণগুলোকে সর্বদা স্বরনীয় করে রাখে।

আসুন! আমরাও আশিকানে মদীনার ভালবাসা ও আনন্দ বিহ্বলতায় ভরপুর ঘটনা শ্রবণ করে নিজের অন্তরে মদীনার ভালবাসাকে বৃদ্ধি করি এবং মদীনার আলোচনার বরকত পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি:

ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং মদীনার মাটির প্রতি সম্মান

হযরত সায়িদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়িদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরজায় খোরাসান বা মিসরের ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় দেখতাম। এর চেয়ে উত্তম ঘোড়া আমি আর কখনো দেখিনি। আমি আরয করলাম: এটা কতইনা উত্তম ঘোড়া। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আমি এই সব আপনাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করছি।

www.dawateislami.net

আমি আরয করলাম: একটি ঘোড়া আপনি আপনার জন্য রেখে দিন। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আমার **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি লজ্জা হয় যে, এই মোবারক যমীনকে আমি আমার ঘোড়ার পা দ্বারা পদদলিত করবো, যেখানে **আল্লাহ্ তাআলা**র **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবস্থান করছেন। (ইহইয়াউল উলুম, ১/১১৪, সংক্ষেপিত)

হাঁ হাঁ রাহে মদীনা হে গাফিল যরা তু জাগ,
আউ পাওঁ রাখনে ওয়ালে ইয়ে জা চশম ও সর কি হে।
আল্লাহু আকবর! আপনে কদম আউর ইয়ে খাঁকে পাক,
হাসরত মালায়িকা কো জাহাঁ ওয়াদয়ে সর কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২১৭ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: প্রথম পংক্তিতে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মদীনার যিয়ারতকারীদের নসিহতের মাদানী ফুল দিতে গিয়ে বলেন: "হে আশিকে মদীনা! মনে রাখবে! তুমি কোন সাধারণ জায়গায় নয় বরং মদীনার সফরে যাচ্ছো, সুতরাং উদাসীনতাকে ছাড়ো এবং ইশ্‌কে রাসূলে ডুবে চলো আর মনে রাখবে, মদীনার পথের মহত্ব তো এটা যে, এখানে পা রেখে চলার পরিবর্তে চোখ এবং মাথায় ভর করে চলা।" দ্বিতীয় পংক্তিতে মদীনা ভুমির প্রতি ভালবাসার প্রকাশ করে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "**আল্লাহু আকবর!** আমাদের কদম এই পবিত্র মাটির উপর, যার **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কদম মুবারকে চুমু খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে এবং যেখানে ফিরিশতারাও তাদের মাথা রাখার আকাঙ্ক্ষা রাখে।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মদীনার সফর

আশিকে মাহে রিসালত, আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর দ্বিতীয় হজ্বের সফরে হজ্বের কার্যাদি পালন করার পর খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন, কিন্তু তিনি বলেন: রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার চেয়ে **সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরী দেওয়ার চিন্তাই আমার বেশি ছিল। জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পেল কিন্তু তবুও আমি **হাবীবের** দরবারে হাজিরীর ইচ্ছা করে নিলাম,

www.dawateislami.net

মক্কা শরীফের ওলামাগণ বললেন যে, আপনি তো খুবই অসুস্থ আর সফর তো খুবই দূরের (সুতরাং আপনার ইচ্ছা ত্যাগ করুন)! আমি বললাম: সত্য বলতে কি, আমার এখানে আসার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মদীনা মনওয়ারার যিয়ারত, দু'বারই আমি এই নিয়্যতে ঘর থেকে বের হই, مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ যদি মদীনার যিয়ারতই না হয় তবে হজ্বের মজাই আর কী! তাঁরা তারপরও বাধা দিলেন এবং আমার অবস্থার কথা মনে করিয়ে দিলেন। আমি তাদের সামনে এই হাদীস শরীফটি পাঠ করলাম; مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্ব করল, অথচ আমার (কবরের) যিয়ারত করল না, সে আমার উপর অত্যাচার করলো। (কাশফুল খিফা, ২/২১৮, হাদীস নং-২৪৫৮) ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বললেন: আপনি আগে তো একবার যেয়ারত করেছেনই। আমি উত্তরে বললাম: আমার দৃষ্টিতে হাদিস শরীফটির এই অর্থ নয় যে, জীবনে যতবারই হজ্ব করুক না কেন, যেয়ারত কেবল একবার করলেই চলবে, বরং প্রতি বারের হজ্বের পরই যেয়ারত করা আবশ্যক, এবার আপনারা একটু দোয়া করুন, যেন আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি। রওজায়ে আকদাসের উপর একবার নজর পড়ে যাক, যদিওবা তখনই দমটা বেরিয়ে যায়। (মক্কা মদীনার যিয়ারত সম্বলিত আশিকানের রাসূলের ১৩০ ঘটনাবলী, ১৪৫ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

উছ কে তুফেল হজ্ব ভি খোদানে করা দি,
আসলে মুরাদ হাজিরী উস পাক দর কি হে।
কা'বা কা নাম তক না লিয়া তায়বা হি কাহা,
পুছা থা হাম ছে জিস নে কেহ্ নাহাদাত কিধার কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২০২-২০৩ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর নাতের কাব্যগ্রন্থ "হাদায়িকে বখশিশ"এ এই দুইটি পংক্তির মাধ্যমে তাঁর দু'বারের হজ্বের সফরের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। **আল্লাহ্ তাআলা** আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দু'বার হজ্বের সৌভাগ্য দান করেছেন, প্রথম হজ্ব ছিলো ফরয আর দ্বিতীয় হজ্ব ছিলো নফল, যখন তাঁর নিকট এই মোবারক সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোথায় যাচ্ছেন? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এমন বলেন না যে, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব করতে যাচ্ছি, বরং বলতেন যে, তাইয়্যেবার হাজিরীতে যাচ্ছি।

www.dawateislami.net

কেননা, হজ্ব দ্বারা আমার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হওয়া, এটিই তো সেই দরবার যার ওসীলায় **আল্লাহ্ তাআলা** আমায় একবার নয় বরং দু'বার তাঁর পবিত্র ঘরের যিয়ারত দ্বারা ধন্য করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লামা কাযেমী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এবং মদীনার কাঁটা

গাযালীয়ে যামান হযরত আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাইদ কাযেমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: মদীনা মনওয়ারার প্রথম হাজিরীর সময়ে আমার পায়ে একটি কাঁটা ঢুকে গিয়েছিলো, যার কারণে খুবই কষ্ট হচ্ছিলো, বের করার সময় আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মক্কা মদীনার কাঁটার প্রতি ভালবাসার কথাটি মনে পড়ে গেলে তখনই আমি থেমে গেলাম এবং পা থেকে কাঁটা বের করলাম না, কয়েক দিন পর ব্যাথা এমনিতেই সেরে গেলো।

(আনওয়ারে কুতবে মদীনা, ৫৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

তাজেদারে আহলে সুন্নাত, শাহজাদায়ে আ'লা হযরত আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন নূরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাঁর নাতের কাব্যগ্রন্থ "সামানে বখশিশ"এ মদীনায়ে মনওয়ারার কাঁটার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে বলেন:

নযর মে কেয়সে সামায়েঙ্গে ফুল জান্নাত কে,
কেহ বস চুকে হে মদীনে কে খার আখোঁ মে। (সামানে বখশিশ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মদীনার সফর

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কয়েকবার হজ্ব ও মদীনা সফরের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, যাতে সমষ্টিগত ভাবে মনের যেরূপ অবস্থা ছিলো কখনোই বর্ণনা করা যাবে না, তবে তাঁর মদীনার সফরের এক সংক্ষিপ্ত অবস্থা সম্পর্কে শ্রবণ করি। যখন মদীনা পাকের দিকে রওয়ানা হবার সেই বরকতময় সময়টুকু আসলো, তখন এয়ারপোর্ট আশিকানে রাসূলেরা তাঁকে আল-বিদা জানাতে উপস্থিত হলো। মদীনার দিওয়ানাগণ তাঁকে ঘিরে নাত শরীফ পাঠ করা আরম্ভ করে দিলো।

www.dawateislami.net

বেদনা বিধুর নাতগুলো আশিকদের ইশ্‌কের আগুনকে আরো জাগিয়ে দিলো। মদীনার প্রেমজ্বালায় সৃষ্ট আহাজারী ও হিচকির শব্দে আশপাশের পরিবেশে শোকের ছায়া পড়ে গিয়েছিলো। খোদ আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অবস্থা এতই আজব আকার ধারণ করেছিলো যে, তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর অবিরত ধারা বাইয়ে যাচ্ছিলো এবং তাঁকে তাঁর নিজের এই পংক্তিগুলোর বাস্তব রূপ হিসেবে দেখা যাচ্ছিলো:

আঁসোঁ কি লড়ী বন রাহি হে, আউর আহোঁ ছে পাঠতা হো সীনা,
বিরদে লব হো মদীনা মদীনা, যব চলে সুয়ে ত্যায়বা সফিনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

প্রেম ও ভালবাসার এই অনন্য ধরণ প্রত্যেকের তো বুঝে আসতে পারেই না। কেননা, মদীনা তায়্যিবার হাজিরী দিতে যাওয়া ব্যক্তিরা সচরাচর হাসি মুখে মোবারকবাদ গ্রহণ করতে করতে যায়। মদীনার যিয়ারতকারীদের তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের একটি কালামে এভাবে মাদানী যেহেন বানানোর চেষ্টা করেছেন:

আরে যা'ইরে মদীনা! তু খুশি ছে হাস রাহা হে!
দীলে গম যাদা জু পাতা তো কুছ আউর বা'ত হো তী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

অবশেষে মদীনার চিন্তায় বিভোর অবস্থায় সফরে মদীনা শুরু হয়। যতই গন্তব্য নিকটস্থ হতে লাগলো তাঁর ইশকের জ্বালা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সেই পবিত্র ভূ-খন্ডে পৌঁছতেই তিনি জুতা খুলে নিলেন। **আল্লাহ্! আল্লাহ্!** ইশ্‌কে রাসূলের স্বরূপ সম্পর্কে এতো বেশি অবগত যে, নিজেই তাঁর কালামে বলেন:

পাঁও মে জুতা আরে মাহবুব কা কুছে হে ইয়ে,
হুঁশ কর তু হুঁশ কর গাফিল! মদীনা আ-গেয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০২ পৃষ্ঠা)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সেই পবিত্র ভূ-খন্ডের আদবের এতই মনোযোগী যে, ১৪০৬ হিজরীতে হজ্জ পালনকালে তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড সর্দি হয়ে গিয়েছিলো। নাক দিয়ে অঝোর ধারায় পানি পড়ছিলো।

www.dawateislami.net

এতদসত্ত্বেও তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কখনো মদীনা পাকের পবিত্র ভূমিতে নাক পারিস্কার করেননি। তাঁর প্রতিটি কাজে আদবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যতদিন মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলেন যথাসম্ভব সবুজ গুম্বদের দিকে পিঠ হতে দেননি। (তারূফে আমীরে আহলে সুন্নাত, পৃষ্ঠা ৩২-৩৪, সংক্ষেপিত) মোটকথা সম্পূর্ণ সফরে তিনি মূলত এই পংক্তিটির বাস্তব প্রতিচ্ছবি হয়েই ছিলেন:

মদীনে কা সফর হে আউর মেঁ নাম দিদা নাম দিদা,
জাঁবী আফসুরদা আফসুরদা বদন লরযিদাহ্ লরযিদাহ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হজ্ব ও ওমরা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা অনেক সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ দান করেছেন, **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া ও অনুগ্রহে **দা'ওয়াতে ইসলামী** তবলীগে দ্বীনের ১০০টিরও অধিক বিভাগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত প্রসারে সদা ব্যস্ত, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"হজ্ব ও ওমরা মজলিশ"**। যা হজ্ব ও ওমরায় গমনকারী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের প্রশিক্ষণ করানো, তাদের বারগাহে **খোদাওয়ান্দি** ও বারগাহে **মুস্তফা**র আদব এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়িল শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই মজলিশে অর্ন্তভূক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুবাল্লিগ ইসলামী ভাইয়েরা প্রতি বছর হজ্বের মৌসুমি বসন্তে হজ্ব ক্যাম্পে গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, আর মুবাল্লিগাত ইসলামী বোনের মহিলা হাজীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই মজলিশের অধীনে হজ্ব ও যিয়ারতে মদীনার জন্য মক্কা মদীনা গমনকারীদেরকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব **"রফিকুল হারামাঈন"** এবং **"রফিকুল মু'তামিরিন"** উপহার স্বরূপ দেয়া হয়, যেন **আল্লাহ্ তাআলা**র ঘরের মেহমান এবং হাবীবে খোদা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকগণ এই ইবাদতকে সহজ ভাবে আদায় করতে সফল হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আসুন! এবার বরকত অর্জন ও রহমত বর্ষনের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফের কিছু বৈশিষ্ট সম্পর্কে শুনে নিজের অন্তরে এই পবিত্র শহরের শ্রেষ্ঠত্বকে আরো বাড়িয়ে তুলি।

- সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোন শহর নাই যার নাম মোবারক এতো বেশি যত মদীনা মনওয়ারার আছে, এমনকি অনেক ওলামাগণ ১০০ টি নাম লিপিবদ্ধ করেছেন।
- মদীনা মনওয়ারা এমন এক শহর, যার ভালবাসা এবং স্বরণে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভাষায় এবং সংখ্যায় কসীদা (কবিতা) লিখা হয়েছে, লিখা হচ্ছে এবং লিখা হতে থাকবে।
- **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানেই হিজরত করেছেন এবং এখানেই বসতী স্থাপন করেন।
- **আল্লাহ্ তাআলা** এর নাম তা'বা রাখেন।
- **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সফর থেকে ফিরতেন তখন মদীনা মনওয়ারার নিকটে আসতেই এর প্রতি প্রেম ও ভালবাসার কারণে নিজের বাহনের গতি বাড়িয়ে দিতেন।
- মদীনা মনওয়ারায় তাঁর অন্তর মুবারকে প্রশান্তি অনুভব হতো।
- এখানকার ধুলোবালি তাঁর চেহারা মোবারক থেকে পরিস্কার করতেন না এবং সাহাবায়ে কিরামদেরও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিষেধ করতেন আর ইরশাদ করতেন যে, মদীনার মাটিতে শিফা রয়েছে। (জযবুল কুলুব, ২২ পৃষ্ঠা)
- যখন কোন মুসলমান যিয়ারতের নিয়্যতে মদীনা মনওয়ারা আসে, তখন ফিরিশতারা রহমতের উপহার নিয়ে তাকে স্বাগতম জানায়। (জযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা ২১১)

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা মনওয়ারায় মৃত্যুবরণ করার উৎসাহ দিয়েছেন।

- এখানে মৃত্যু বরণকারীদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফায়াত করবেন।
- যে ওযু করে আসে এবং মসজিদে নববী শরীফে নামায আদায় করে, তবে সে হজ্বের সাওয়াব পাবে।
- হুজরা মোবারক এবং নূরানী মিম্বরের মধ্যখানের জায়গা জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে একটি বাগান।

www.dawateislami.net

❁ মসজিদে নববী শরীফে এক রাকাত নামায, পঞ্চাশ হাজার (৫০০০০) রাকাত নামাযের সমান। **(ইবনে মাযাহ্, ২/১৭৬, হাদীস নং-১৪১৩)**

❁ মদীনা মনওয়ারার পবিত্র ভূমিতে **প্রিয় মুস্তফার** মাযার মোবারক অবস্থিত, যেখানে সকাল সন্ধ্যা সত্তর সত্তর হাজার (৭০০০০) ফিরিশতা উপস্থিত হয়।

রহে উনকে জলওয়ে বসেঁ উকে জলওয়ে, মেরা দিল বনে ইয়াদ গারে মদীনা।

(যওকে নাত, ১৩১ পৃষ্ঠা)

বয়ানের সারর্মমঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম যে,

- মক্কা মদীনাকে **আল্লাহ্ তাআলা** অনেক বিশেষত্ব দ্বারা বিশেষায়িত করেছেন।
- মক্কা ও মদীনা সেই পবিত্রময় শহর, যার উত্তম আলোচনা **আল্লাহ্ তাআলা** কোরআনে পাকে ইরশাদ করেছেন, তাছাড়া একটি জায়গায় মক্কা শহরের শপথও করেছেন।
- মদীনায় মৃত্যুবরণকারী সৌভাগ্যবানদের জন্য হাদীসে পাকে শাফায়াতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।
- যখন সফর থেকে ফিরার সময় মদীনা শরীফে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন হতো তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনার ভালবাসার কারণে নিজের বাহনকে দ্রুত চালনা করতেন।
- দ্বিতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়িদুনা ফারুখে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মদীনা শরীফে শাহাদতের দোয়া করতেন।
- মদীনা শরীফ প্লেগ রোগ থেকে নিরাপদ।
- মক্কা ও মদীনা দাজ্জালের ফিতনা থেকেও নিরাপদ।
- মদীনা মনওয়ারা এমন অসাধারণ ভাট্টি (আগুনের ভাট্টি) যা লোকেদের পরিস্কার ও পবিত্র করে দেয়।
- ওলামায়ে কিরামগন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মদীনা মনওয়ারাকে ইয়াসরিব বলাকে হারাম ও গুনাহ বলে অবিহিত করছেন।
- মদীনা শরীফকে ইয়াসরিব নামে অবিহিত কারীকে হাদীসে পাকে কাফফারা স্বরূপ দশবার (১০) মদীনা বলার আদেশ দেয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা হজ্ব ও ওমরাকারীদের ওসীলায় আমাদেরও প্রিয় মক্কা ও মদীনা দেখান। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উন কি সুন্নাত কা জু আয়না দার হে, ব্যস ওহী তু জাহাঁ মে সমজদার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে সুরমা লাগানের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: ✸ সব সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে ইসমাদ। কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৯৭) ✸ পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) ✸ শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা) ✸ সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা) এ রকম করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই **আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক শুরু করতেন তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহল যায়িল করো, পাওঁ গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো।
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে, হার মাহিনে চলে, কাফেলে মে চলো।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৬৯-২৭০ পৃষ্ঠা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে!

www.dawateislami.net

যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ্ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net